যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০
তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen’s Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৪ অক্টোবর ২০১৮
কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০

তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রকাশক

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ২০১৮

স্বত্ব: *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ*

সজ্জা

অভ্র ভট্টাচার্য

মুদ্রক

লিথোগ্রাফ

৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

সূচি

	পৃষ্ঠা
এক নজরে সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচি	৫
সম্মেলনের বিস্তারিত অনুষ্ঠানসূচি	৭
সম্মেলন ধারণাপত্র	১৫
প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা	২২
সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত বিতর্ক অনুষ্ঠানসমূহ	২৩
সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা	২৫
সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা	২৬
প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠনসমূহ	২৭
সম্মেলনে সমর্থনদানকারীদের তালিকা	২৯
যুব ঘোষণাপত্র ২০১৮ (খসড়া)	৩০

এক নজরে সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচি

১৪ অক্টোবর ২০১৮
বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট, ঢাকা

সম্মেলন-পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানসমূহ

সময়	কর্মসূচি	স্থান
৫-৬ অক্টোবর ২০১৮	আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা সহ-আয়োজক: বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন	স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তন, ঢাকা
১২ অক্টোবর ২০১৮	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিতর্ক অনুষ্ঠান সহ-আয়োজক: ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি	ব্র্যাক সেন্টার ইন্ অডিটোরিয়াম, ঢাকা
১২ অক্টোবর ২০১৮	সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী	ব্র্যাক সেন্টার ইন্ অডিটোরিয়াম, ঢাকা

সম্মেলনের অনুষ্ঠানসমূহ: রবিবার ১৪ অক্টোবর ২০১৮

সময়	কর্মসূচি	স্থান
সকাল ০৮:০০ - ০৯:০০	নিবন্ধন ও অভ্যর্থনা	মূল ফটক
সকাল ০৯:০০ - ১০:৩০	প্রারম্ভিক অধিবেশন	অডিটোরিয়াম (লেভেল ১)
সকাল ১০:৩০	• বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন • স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন	কনভেনশন হল ১ (গ্রাউন্ড লেভেল)
সকাল ১০:৩০ - ১১:০০	উন্মুক্ত মঞ্চে বিভিন্ন উপস্থাপনা	গ্রাউন্ড লেভেল

সময়	কর্মসূচি	স্থান
সকাল ১১:০০ - ০১:০০	চারটি সমান্তরাল অধিবেশন	
	১. কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা	অডিটোরিয়াম (লেভেল ১)
	২. অংশগ্রহণমূলক যুব নেতৃত্ব	সেমিনার হল ২ (লেভেল ৫)
	৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ	থ্রিডি সেমিনার হল (লেভেল ৪)
	৪. মানসম্মত শিক্ষা	সেমিনার হল ১ (লেভেল ৫)
দুপুর ০১:০০ - ০২:৩০	উন্মুক্ত মঞ্চে বিভিন্ন উপস্থাপনা	গ্রাউন্ড লেভেল
দুপুর ০২:৩০ - ০৪:৩০	চারটি সমান্তরাল অধিবেশন	
	৫. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন	অডিটোরিয়াম (লেভেল ১)
	৬. সুশাসন ও আইনের প্রয়োগ	থ্রিডি সেমিনার হল (লেভেল ৪)
	৭. উগ্রবাদ ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধ	সেমিনার হল ১ (লেভেল ৫)
	৮. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন	সেমিনার হল ২ (লেভেল ৫)
বিকাল ০৫:০০ - ০৬:০০	সমাপনী অধিবেশন এবং সম্মেলনের ঘোষণাপত্র পাঠ	অডিটোরিয়াম (লেভেল ১)
সন্ধ্যা ০৬:৩০ - ০৭:৩০	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	অডিটোরিয়াম (লেভেল ১)

সম্মেলনের বিস্তারিত অনুষ্ঠানসূচি

সময়	কর্মসূচি
সকাল ০৯:০০ - ১০:৩০	**প্রারম্ভিক অধিবেশন**
	জাতীয় সঙ্গীত **উদ্বোধনী সঙ্গীত** পরিবেশনায় – ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থীরা
	স্বাগত বক্তব্য *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ* সমন্বয়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
	সভাপতির প্রারম্ভিক বক্তব্য *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য* আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
	যুব ব্যক্তিত্বদের বক্তব্য *সাবিনা খাতুন* অধিনায়ক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ফুটবল দল *আহমেদ জাওয়াদ চৌধুরী* স্বর্ণপদক বিজয়ী, ৫৯তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড
	মূল উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য *অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল* কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
	সম্মানিত বক্তার বক্তব্য *হানিফ সংকেত* বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

সময়	কর্মসূচি
	সম্মানিত অতিথির বক্তব্য *সুদিপ্ত মুখার্জী* কান্ট্রি ডিরেক্টর, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), বাংলাদেশ
	বিশেষ অতিথির বক্তব্য *ড. শ্রী বীরেন শিকদার, এমপি* মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
	প্রধান অতিথির বক্তব্য *প্রফেসর ড. গওহর রিজভী* মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
	সভাপতির সমাপনী বক্তব্য *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য*
সকাল ১০:৩০	• বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন • স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন
সকাল ১০:৩০ - ১১:০০	উন্মুক্ত মঞ্চে বিভিন্ন উপস্থাপনা

সমান্তরাল অধিবেশনসমূহের অনুষ্ঠানসূচি

সমান্তরাল অধিবেশন-১ **কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা** সকাল ১১:০০ - দুপুর ০১:০০ অডিটোরিয়াম (লেভেল ১)	সমান্তরাল অধিবেশন-২ **অংশগ্রহণমূলক যুব নেতৃত্ব** সকাল ১১:০০ - দুপুর ০১:০০ সেমিনার হল ২ (লেভেল ৫)
সভাপতি *সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর* এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ **যুগ্ম-সভাপতি** *কানিজ ফাতেমা* জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই), ঢাকা উত্তর **বিশেষজ্ঞ** *ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম* সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) **উপস্থাপনা** সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) অভিযান কারিতাস বাংলাদেশ সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ	**সভাপতি** *খুশী কবীর* নিজেরা করি **যুগ্ম-সভাপতি** *শাভীনা আনাম* বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি) **বিশেষজ্ঞ** *সঞ্জীব দ্রং* বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম **উপস্থাপনা** একশনএইড বাংলাদেশ ভিএসও বাংলাদেশ ইপসা - ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন কেয়ার বাংলাদেশ

সমান্তরাল অধিবেশন-৩ **অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ** সকাল ১১:০০ - দুপুর ০১:০০ থ্রিডি সেমিনার হল (লেভেল ৪)	সমান্তরাল অধিবেশন-৪ **মানসম্মত শিক্ষা** সকাল ১১:০০ - দুপুর ০১:০০ সেমিনার হল ১ (লেভেল ৫)
সভাপতি *অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান* এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ **যুগ্ম-সভাপতি** *অমিয় প্রাপন চক্রবর্ত্তী (অর্ক)* ধ্রুবতারা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডিওয়াইডিএফ) **বিশেষজ্ঞ** *মনসুর আহমেদ চৌধুরী* ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ *ড. এম বি আখতার* অক্সফাম ইন বাংলাদেশ **উপস্থাপনা** নাগরিক উদ্যোগ এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ কাপেং ফাউন্ডেশন বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)	**সভাপতি** *রাশেদা কে চৌধুরী* এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ **যুগ্ম-সভাপতি** *মায়মুনা আহমেদ* টিচ ফর বাংলাদেশ **বিশেষজ্ঞ** *অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ* বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় **উপস্থাপনা** ডিনেট জাগো ফাউন্ডেশন হেক্স/ইপার গণসাক্ষরতা অভিযান

দুপুর ০১:০০ - ০২:৩০	উন্মুক্ত মঞ্চে বিভিন্ন উপস্থাপনা

সমান্তরাল অধিবেশন-৫ **প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন** দুপুর ০২:৩০ - বিকাল ০৪:৩০ অডিটোরিয়াম (লেভেল ১)	সমান্তরাল অধিবেশন-৬ **সুশাসন ও আইনের প্রয়োগ** দুপুর ০২:৩০ - বিকাল ০৪:৩০ থ্রিডি সেমিনার হল (লেভেল ৪)
সভাপতি *আসিফ ইব্রাহিম* এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ	**সভাপতি** *ব্যারিস্টার সারা হোসেন* বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
যুগ্ম-সভাপতি *শুভেন্দু বিশ্বাস* একশনএইড বাংলাদেশ	**যুগ্ম-সভাপতি** *মাহফুজা আক্তার মালা* অক্সফাম ইন বাংলাদেশ
বিশেষজ্ঞ *আসিফ সালেহ* ব্র্যাক	**বিশেষজ্ঞ** *ড. সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান* অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
উপস্থাপনা ব্র্যাক ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ ডিক্যাস্টালিয়া লিমিটেড মায়া আপা দি টেক একাডেমি বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি)	**উপস্থাপনা** ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এমআরডিআই সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)

সমান্তরাল অধিবেশন-৭ **উগ্রবাদ ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধ** দুপুর ০২:৩০ - বিকাল ০৪:৩০ সেমিনার হল ১ (লেভেল ৫)	সমান্তরাল অধিবেশন-৮ **স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন** দুপুর ০২:৩০ - বিকাল ০৪:৩০ সেমিনার হল ২ (লেভেল ৫)
সভাপতি *শাহীন আনাম* এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ **যুগ্ম-সভাপতি** *সৈয়দা সাগুফে হোসেন* লিপিং বাউন্ডারিজ **বিশেষজ্ঞ** *ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশন* বাংলাদেশ মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (বারাকা) *মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী* বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি **উপস্থাপনা** মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ব্রতী সমাজ কল্যাণ সংস্থা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ধ্রুবতারা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডিওয়াইডিএফ)	**সভাপতি** *ড. মোঃ খায়রুল ইসলাম* ওয়াটারএইড বাংলাদেশ **যুগ্ম-সভাপতি** *রাইয়া আজমী* জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ **বিশেষজ্ঞ** *ড. দিবালোক সিংহ* দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) **উপস্থাপনা** আওয়াজ ফাউন্ডেশন মেরী স্টোপস বাংলাদেশ টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

সময়	কর্মসূচি
বিকাল ০৫:০০ - সন্ধ্যা ০৬:০০	**সমাপনী অধিবেশন এবং সম্মেলনের ঘোষণাপত্র পাঠ**
	প্রারম্ভিক বক্তব্য *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য* আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
	সমান্তরাল অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন
	সম্মেলনের ঘোষণাপত্র পাঠ *আরমীন মুসা* সঙ্গীতশিল্পী
	যুব ব্যক্তিত্বের বক্তব্য *ওসামা বিন নূর* ২০১৬ সালের 'দ্য কুইন্স ইয়াং লিডার্স' অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী
	মূল উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য *ড. ইফতেখারুজ্জামান* কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
	সম্মানিত বক্তার বক্তব্য *অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ* সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
	বিশেষ অতিথির বক্তব্য *কে এম আব্দুস সালাম* মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
	প্রধান অতিথির বক্তব্য *মোঃ আবুল কালাম আজাদ* মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
	সভাপতির সমাপনী বক্তব্য *ড. ফাহমিদা খাতুন* নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সময়	কর্মসূচি
সন্ধ্যা ০৬:৩০ - ০৭:৩০	**সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান**
	সুরের ধারা-এর পরিবেশনা আদিবাসী নৃত্য টিআইবি *ইয়েস* সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা *জলের গান*-এর পরিবেশনা

আপ্যায়নের সময়সূচি

সময়	কর্মসূচি	স্থান
সকাল ১০:৩০ - ১১:৩০	আপ্যায়ন	কনভেনশন হল ২ (লেভেল ৬-৭)
দুপুর ০১:০০ - ০৩:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি: আহার	কনভেনশন হল ২ (লেভেল ৬-৭)
বিকাল ০৪:০০ - ০৫.০০	আপ্যায়ন	কনভেনশন হল ২ (লেভেল ৬-৭)

যুব সম্মেলন ২০১৮
বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা

সম্মেলন ধারণাপত্র

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বের সাথে একসাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের পথে যাত্রা করছে, যার সময়সীমা ২০৩০ সাল পর্যন্ত। এসডিজি'র একটি অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে Leave No One Behind (LNOB), অর্থাৎ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে। এর অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও পরস্পরসংশ্লিষ্ট। এজেন্ডা ২০৩০ তরুণদের বিপন্ন জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছে – যদিও তাদের মধ্যে যে কোনো উন্নয়ন কর্মসূচির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এসডিজি তরুণ প্রজন্মের জন্য গুণগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রগতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে, যাতে করে নিজেদের অধিকার ও সক্ষমতা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ উপলব্ধি জন্মায়। বিশ্বব্যাপী এই এজেন্ডা অর্জনে গতিময় যুব সমাজের জ্ঞান, উদ্ভাবন ও উদ্দীপনার যথোপযোগী ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া তরুণ সমাজ ও এজেন্ডা বাস্তবায়নের সকল অংশীজনদের মধ্যে দৃঢ় ও কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। এসডিজি'র ১০টিরও বেশি অভীষ্ট সরাসরি তরুণদের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জাতিসংঘের Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) পরিচালিত The World Programme of Action for Youth (WPAY) ২৩২টি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৮৬টিকে তরুণদের উন্নয়নের জন্য প্রাসঙ্গিক হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে অবদান রাখার প্রয়াস থেকে ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ। বর্তমানে এর ৮৭টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান (আজ পর্যন্ত) এসডিজি'র বিভিন্ন অভীষ্ট নিয়ে কাজ করে চলেছে এবং এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র জোরদার করছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ মনে করে যে তরুণেরা এজেন্ডা ২০৩০ সহ অন্যান্য উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার প্রধান সুবিধাভোগী ও অংশীজন। নতুন ধারণা, দর্শন ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিয়ে জাতীয় নীতিমালাসমূহ প্রভাবিত করার জন্য

বাংলাদেশের তরুণেরা ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছে, তাদের তৎপরতা দৃশ্যমান হচ্ছে। তারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করেছে। তারা যোগাযোগের নতুন পদ্ধতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রূপায়নে নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে।

তরুণ সমাজ বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পদ্ধতিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করতে পারে। স্বকীয় সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, উদ্ভাবন ও যোগাযোগের নিজস্ব পদ্ধতি তরুণদের স্বকীয়তা দিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের দিশারি হতে পারে। এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে যুব সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গবৈষম্য, গুণগত শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ করা এবং সম্ভাবনাময় বিভিন্ন উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নতুন দিগন্তের উন্মোচনে নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে তারা এসডিজি'র সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

বাংলাদেশ জাতীয় যুব নীতি ২০১৬ অনুসারে, ১৮-৩৫ বছর বয়সী সকল নাগরিককে যুবক হিসেবে গণ্য করা হবে। জাতীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম মনে করে, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিগত/ধর্মীয় সংখ্যালঘুত্ব, ভৌগোলিক ও পেশাগতসহ সকল প্রকার বৈষম্য ও বৈচিত্র্য নির্বিশেষে যুবক বা তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না গেলে এসডিজি'র কাউকে পেছনে না রাখার অঙ্গীকার সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

এসডিজি বাস্তবায়নের মুখ্য কুশীলব হওয়া সত্ত্বেও তরুণ সমাজকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাদের এখনও বৈষম্য, সীমিত রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, দারিদ্র্য, গুণগত শিক্ষালাভে বাধা, শোভন কাজ, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসুবিধা ও স্যানিটেশন প্রভৃতি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সর্বোপরি, তরুণেরা নিজেদের অধিকার, সুযোগ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। এসডিজি'র সফল বাস্তবায়নে এসব সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

প্ল্যাটফর্ম বিশ্বাস করে, এসডিজি বাস্তবায়নে তরুণ সমাজ ও সংগঠনগুলোর ভূমিকা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা এবং তাদের মতামত জাতীয় নীতিতে প্রতিফলিত করার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এ ভাবনা থেকেই প্ল্যাটফর্ম একটি যুব সম্মেলন আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এই যুব সম্মেলন আয়োজনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন বৈশ্বিক উন্নয়নের কর্মসূচিতে যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।

২. উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

সম্মেলনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হবে:

- গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় বসবাসরত যুবকদের মাঝে এসডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জ্ঞান বৃদ্ধি;
- জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কে যুব সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা তুলে ধরার জন্য একটি আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করা; এবং
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নীতি-বিষয়ক বিতর্ক ও আলোচনায় যুব এজেন্ডাকে প্রোথিত করা।

এ উদ্দেশ্যগুলো সাধনের জন্য সম্মেলনটির রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে, যার মূলকথা হবে:

- এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যুব/তরুণ সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে বৃহত্তর উপলব্ধি;
- জাতীয় প্রেক্ষাপটে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে যুব/তরুণ সমাজের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রয়াসে কর্মপরিকল্পনা/ এজেন্ডা প্রণয়ন; এবং
- জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার সঙ্গে তারুণ্যের প্রত্যাশা সমন্বয়ের লক্ষ্যে সেগুলো লিপিবদ্ধ করে প্রচার ও প্রচারণা চালানো।

৩. পদ্ধতি এবং কার্যকরী নীতিমালা

উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন ও ফলাফল লাভের জন্য সম্মেলনে একটি কাঠামো অনুসরণ করা হবে, যার ভিত্তি হবে – সচেতনতা, সম্মতি ও কর্মোদ্যোগ।

সচেতনতা	যুব সমাজ ও অংশীজনদের মধ্যে এসডিজি ও তার বাস্তবায়নে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি
সম্মতি	জাতীয় উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের যুবকদের আকাঙ্ক্ষার অন্বেষণ
কর্মোদ্যোগ	যুব এজেন্ডা গ্রহণ ও নীতি বিতর্কে এর অন্বেষণ

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নীতিমালার অন্তর্নিহিত তিনটি শর্ত হবে: বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ, তথ্য সমন্বয়করণ ও কার্যকর বার্তা প্রচারণা।

বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ	সকল প্রকার বৈচিত্র্য নির্বিশেষে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
তথ্য সমন্বয়করণ	বিভিন্ন যুব সংগঠন ও অন্যান্য অংশীজনদের পরিচালিত সব কার্যক্রম সম্পর্কে বিদ্যমান তথ্য একত্র করা
কার্যকর বার্তা প্রচারণা	প্রয়োজনীয় ফলো-আপ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনাসহ একটি স্পষ্ট ও সংহত বার্তা প্রচার করা

৪. বাস্তবায়ন

সম্মেলন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ রয়েছে:

- প্রাক্-সম্মেলন সচেতনতা কার্যক্রম
- সম্মেলন অনুষ্ঠান
- সম্মেলন-পরবর্তী ফলো-আপ

প্রাক্-সম্মেলন সচেতনতা কার্যক্রম

প্রাক্-সম্মেলন কার্যক্রমের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে। এ পর্যায়ে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ সারা দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে আগামী সম্মেলন সম্পর্কে যুবক/তরুণদের অবহিত করা এবং সম্মেলনের বিষয়বস্তু ও ঘোষণা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা।

প্রাক্-সম্মেলন সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ আলাদা কার্যক্রম নিতে পারে; অথবা তাদের নিজস্ব নিয়মিত কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে এগুলোকে সংযুক্ত করে নিয়ে সুবিধানুযায়ী বিভাগীয় বা জেলা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

সম্মেলন অনুষ্ঠান

মূল সম্মেলনের আয়োজনটি দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। এর প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন উভয় পর্যায়ে সামাজিক মাধ্যম যোগাযোগের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠনের বাইরে অন্যান্য যুব সংগঠনও অংশীদার হয়ে অনুষ্ঠানটি আয়োজনে ভূমিকা রাখতে পারবে। সম্মেলনের পরিকল্পনা সহযোগী ও অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত করা হবে।

সম্মেলনের মূল অধিবেশনগুলোতে সরকারের উচ্চ-পর্যায়ের নীতি-নির্ধারকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে; এবং দিনব্যাপী সম্মেলনের খবর সংগ্রহের জন্য ব্যাপক মিডিয়া (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে।

সম্মেলনের কার্যপ্রণালী হবে নিম্নরূপ:

উপাদান	সময়	বর্ণনা
গবেষণাপত্র যুবকদের কর্মসংস্থান ও কাউকে পেছনে না রাখা	সকাল	নীতি-নির্ধারক ও অন্যান্য অংশীজনের উপস্থিতিতে সম্মেলনের দিন গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করা হবে
যুব মেলা জাতীয় উন্নয়নে যুবক/তরুণদের উদ্যোগ প্রদর্শন করা		সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন যুবকেন্দ্রিক কার্যক্রম প্রদর্শিত হবে এই যুব মেলায়
নীতি সংলাপ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবাধিকার ***প্রস্তাবিত বিষয়*** তরুণ সমাজ ও প্রতিবন্ধিতা; যুব কর্মসংস্থান; নেতৃত্ব ও নীতি-নির্ধারণে তরুণ সমাজ; জলবায়ু কার্যক্রমে তরুণ সমাজ; প্রযুক্তি ও তরুণ সমাজ; যুব উদ্যোক্তা ইত্যাদি	মধ্য সকাল দুপুর	এই সমান্তরাল অধিবেশনগুলো থেকে অংশগ্রহণকারীরা তারুণ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এসডিজি অর্জনের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান সম্পর্কে জানতে পারবেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তরুণ ব্যক্তিত্বদেরকে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হবে। জাতীয় উন্নয়নে তারা অঙ্গীকার ব্যক্ত করবেন এবং নিজেদের জ্ঞান দিয়ে যুবক-তরুণদের অনুপ্রাণিত করবেন।
ঘোষণাপত্র যুব ঘোষণাপত্র ২০১৮	মধ্য দুপুর	অংশগ্রহণকারীদের সম্মতিক্রমে ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হবে। তরুণ সমাজের উজ্জ্বল প্রতিনিধিরা এটি পাঠ করবেন।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	বিকাল	এই অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক পর্বটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে।

সম্মেলন-পরবর্তী ফলো-আপ

সম্মেলনে গৃহীত যুব ঘোষণাপত্র ২০১৮ এবং সম্মেলন থেকে উঠে আসা অন্যান্য মতামত যেন জাতীয় নীতিমালায় যুক্ত হয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সরকারি সংস্থার সাথে পরবর্তীতে পুরো বিষয়টি ফলো-আপ করা হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো এ সকল ফলো-আপ কার্যক্রমে সরাসরি বা পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে।

৫. স্থান ও তারিখ

সম্মেলনটি ১৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকায় আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৬. আয়োজন ও অংশগ্রহণ

এই সম্মেলনটি আয়োজন করবে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ। প্ল্যাটফর্মের মূল উদ্যোক্তাদের তত্ত্বাবধানে ও উপদেষ্টাদের পরামর্শে এটি আয়োজিত হবে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এই প্ল্যাটফর্মের সচিবালয় হিসেবে অনুষ্ঠান আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো অংশীদারিত্ব, সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আয়োজন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। প্ল্যাটফর্মের সহযোগী নয়, এমন যুব সংগঠনগুলোও সম্মেলনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে।

সারা দেশের যুব/তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এই সম্মেলনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন করার ব্যবস্থা থাকবে। অংশগ্রহণ নির্দেশিকাগুলো প্ল্যাটফর্ম সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের সম্ভাব্য শ্রেণিগুলো হতে পারে: বিভিন্ন সংগঠন থেকে আসা যুব প্রতিনিধি; নীতি-নির্ধারক ও সরকারি কর্মকর্তা; পেশাদার, শিক্ষাবিদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী; রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়; সাংবাদিক ও গণমাধ্যম; এবং ছাত্র।

৭. যোগাযোগ ও প্রচারণা

যুব সম্মেলন ২০১৮-এর আয়োজনকে কেন্দ্র করে প্ল্যাটফর্ম একটি সামগ্রিক যোগাযোগ কাঠামো নির্ধারণ করছে। তিনটি পর্যায়ে এই যোগাযোগ ও প্রচারণা পরিচালিত হবে – প্রাক্-সম্মেলন, অন্তর্বর্তী ও পরবর্তী কার্যসমূহ। প্ল্যাটফর্মের

যোগাযোগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরের জন্য পূর্ণাঙ্গ একটি যোগাযোগ ও প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

৮. উপসংহার

প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই সম্মেলনের ধারণা আরও বিস্তৃত হবে এবং বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে।

২৮ আগস্ট ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা

১. এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন (এএসএফ)
২. একশনএইড বাংলাদেশ
৩. বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৪. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
৫. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
৬. বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
৭. ব্র্যাক
৮. ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ
৯. কেয়ার বাংলাদেশ
১০. সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
১১. কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড
১২. ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন
১৩. ডিনেট
১৪. দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)
১৫. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৬. জাগো ফাউন্ডেশন
১৭. কাপেং ফাউন্ডেশন
১৮. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
১৯. মেরী স্টোপস বাংলাদেশ
২০. নাগরিক উদ্যোগ
২১. অক্সফাম ইন বাংলাদেশ
২২. প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
২৩. প্র্যাকটিকাল অ্যাকশন বাংলাদেশ
২৪. অধিকার এখানে, এখনই বাংলাদেশ প্ল্যাটফরম
২৫. সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ
২৬. সিরাক-বাংলাদেশ
২৭. শান্তির অঙ্গীকার
২৮. দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
২৯. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
৩০. ইউবিআর বাংলাদেশ অ্যালায়েন্স
৩১. ভিএসও বাংলাদেশ
৩২. ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

যুব সম্মেলন ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত
বিতর্ক অনুষ্ঠানসমূহ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

তারিখ ও স্থান: ৫-৬ অক্টোবর ২০১৮, স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তন, ঢাকা
সহ-আয়োজক: বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন (বিডিএফ)
মোট অংশগ্রহণকারী দল: ৩২টি

বিজয়ী দল: চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি
বিজিত দল: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিবেটিং ক্লাব

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথি: *মামুনুর রশীদ*, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব
বিশেষ অতিথি: *লুভা নাহিদ চৌধুরী*, মহাপরিচালক, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন
বিশেষ অতিথি: *রুবায়েত ফেরদৌস*, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্মানিত অতিথি: ড. *খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম*, গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
সভাপতি: *আব্দুন নূর তুষার*, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নাগরিক টেলিভিশন এবং সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন (বিডিএফ)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিতর্ক অনুষ্ঠান

তারিখ ও স্থান: ১২ অক্টোবর ২০১৮, ব্র্যাক সেন্টার ইন্ অডিটোরিয়াম, ঢাকা
সহ-আয়োজক: ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি
অংশগ্রহণকারী দল: ইডেন মহিলা কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথি : ড. *আকবর আলি খান*, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিশেষ অতিথি : ড. *বদিউল আলম মজুমদার*, সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এবং
মাসুদা বানু ফারুক রত্না, নির্বাহী পরিচালক, গ্রাম বিকাশ সহায়ক সংস্থা

স্বাগত বক্তব্য : ড. *দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য*, আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

যুব সম্মেলন ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত
স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা

বিষয়

- উগ্রবাদের বিরুদ্ধে যুবশক্তি (সমস্যার উৎস, প্রকাশ ও প্রতিষেধক)
- প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগে যুব সমাজ
- মাদকের বিরুদ্ধে যুব সমাজ (সমস্যার উৎস, প্রকাশ ও প্রতিষেধক)

সম্মানিত জুরিগণ

মাহমুদ হাসান কায়েস
চলচ্চিত্রনির্মাতা এবং শিক্ষক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
শবনম ফেরদৌসি
জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রনির্মাতা
মানজারে হাসিন মুরাদ
চলচ্চিত্রনির্মাতা, চলচ্চিত্র আন্দোলন সংগঠক এবং প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র

সাদাত রহমান সাকিব
ছাত্র, নড়াইল

যুব সম্মেলন ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

বিষয়

- উগ্রবাদের বিরুদ্ধে যুবশক্তি (সমস্যার উৎস, প্রকাশ ও প্রতিষেধক)
- প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগে যুব সমাজ
- মাদকের বিরুদ্ধে যুব সমাজ (সমস্যার উৎস, প্রকাশ ও প্রতিষেধক)

সম্মানিত জুরিগণ

আবির আব্দুল্লাহ
আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত আলোকচিত্রী এবং অধ্যক্ষ, পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইন্সটিটিউট
পাভেল রহমান
আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত আলোকচিত্রী এবং আলোকচিত্র সাংবাদিক
তসলিমা আক্তার লিমা
আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত আলোকচিত্রী এবং প্রশিক্ষক, পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইন্সটিটিউট

শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্র

এস এম মাহফুজুল ইসলাম
ছাত্র, ঢাকা

প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠনসমূহ

(৮ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত)

১. অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন
২. এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন (এএসএফ)
৩. একশনএইড বাংলাদেশ
৪. অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)
৫. এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ
৬. আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
৭. আর্টিকেল নাইনটিন
৮. এডাব
৯. অভিযান
১০. বাঁচতে শেখা
১১. বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
১২. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
১৩. বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)
১৪. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
১৫. বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
১৬. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
১৭. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
১৮. বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কম্যুনিকেশন (বিএনএনআরসি)
১৯. বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)
২০. বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি (বিপিকেএস)
২১. বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)
২২. বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি)
২৩. ব্র্যাক
২৪. ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ
২৫. ব্রতী সমাজ কল্যাণ সংস্থা
২৬. বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)
২৭. গণসাক্ষরতা অভিযান
২৮. কেয়ার বাংলাদেশ
২৯. কারিতাস বাংলাদেশ
৩০. সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)
৩১. সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (সিএসডি-ইউল্যাব)
৩২. সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
৩৩. চেঞ্জ মেকারস
৩৪. কোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট (কোস্ট ট্রাস্ট)
৩৫. কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড
৩৬. ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন
৩৭. ধ্রুবতারা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডিওয়াইডিএফ)
৩৮. ডিনেট
৩৯. দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)

৪০. ইনফ্যান্টস্ ডু মন্ডে
৪১. ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)
৪২. ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)
৪৩. দি ফ্রেড হলোজ ফাউন্ডেশন
৪৪. ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) বাংলাদেশ
৪৫. গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট
৪৬. ঘাসফুল
৪৭. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
৪৮. গ্রাম বিকাশ সহায়ক সংস্থা
৪৯. হেক্স/ইপার
৫০. ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইসিসিসিএডি)
৫১. ইন্টিগ্রেটেড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ইফোর্ট (আইএসডিই) বাংলাদেশ
৫২. জাগো ফাউন্ডেশন
৫৩. কাপেং ফাউন্ডেশন
৫৪. এমআরডিআই
৫৫. মেরী স্টোপস বাংলাদেশ
৫৬. মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন (এমএলএএ)
৫৭. মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)
৫৮. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
৫৯. নবলোক
৬০. নাগরিক উদ্যোগ
৬১. নারীপক্ষ
৬২. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)
৬৩. জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (এনএফওডব্লিউডি)
৬৪. অক্সফাম ইন বাংলাদেশ
৬৫. প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
৬৬. প্র্যাকটিকাল অ্যাকশন বাংলাদেশ
৬৭. প্রিপ ট্রাস্ট
৬৮. আরডিআরএস বাংলাদেশ
৬৯. রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
৭০. অধিকার এখানে, এখনই বাংলাদেশ প্ল্যাটফরম
৭১. রূপান্তর
৭২. সাজেদা ফাউন্ডেশন
৭৩. সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ
৭৪. সিরাক-বাংলাদেশ
৭৫. সাইটসেভারস
৭৬. স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট
৭৭. সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র)
৭৮. দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
৭৯. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
৮০. টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন
৮১. উত্তরণ
৮২. ভয়েস অব পুওর পিপল
৮৩. ভিএসও বাংলাদেশ
৮৪. ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
৮৫. আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট
৮৬. ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ
৮৭. ইপসা - ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন
৮৮. ইয়ুথ অপরচুনিটিস বাংলাদেশ

সম্মেলনে সমর্থনদানকারীদের তালিকা

১. একশনএইড বাংলাদেশ
২. অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার
৩. এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ
৪. এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড
৫. এডাব
৬. ব্র্যাক
৭. গণসাক্ষরতা অভিযান
৮. কেয়ার বাংলাদেশ
৯. ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস
১০. সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
১১. ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশ
১২. কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড
১৩. ডায়াকোনিয়া বাংলাদেশ
১৪. দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)
১৫. ইনফ্যান্টস্ ডু মন্ডে
১৬. দি ফ্রেড হলোজ ফাউন্ডেশন
১৭. গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)
১৮. গ্লোবাল ওয়ান বাংলাদেশ
১৯. গ্রীন ডেলটা ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
২০. গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
২১. হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল
২২. হেক্স/ইপার
২৩. ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি)
২৪. ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ
২৫. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
২৬. মেরী স্টোপস বাংলাদেশ
২৭. মেডিসিন্স সান্স ফ্রন্টিয়ার্স (এমএসএফ)
২৮. নিউএজ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ
২৯. অক্সফাম ইন বাংলাদেশ
৩০. প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
৩১. প্র্যাকটিকাল অ্যাকশন বাংলাদেশ
৩২. সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ
৩৩. সাইটসেভারস
৩৪. সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)
৩৫. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
৩৬. ভিএসও বাংলাদেশ
৩৭. ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
৩৮. ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ
৩৯. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

যুব ঘোষণাপত্র ২০১৮ (খসড়া)

(৮ অক্টোবর ২০১৮)

[সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে চূড়ান্ত করা হবে]

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ আমরা বাংলাদেশের যুব সমাজ। তারুণ্যের উদ্যমী শক্তি ও দেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হয়ে আমরা *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ*-এর আহ্বানে "যুব সম্মেলন ২০১৮ – বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা" শীর্ষক আজকের মিলনমেলায় একত্র হয়েছি। মেধা, উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্মোদ্যোগ দিয়ে ২০৩০ বৈশ্বিক এজেন্ডার আলোকে বাংলাদেশকে বদলে দেব – এ প্রত্যয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা নানান ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও পেশার সহস্রাধিক যুব প্রতিনিধি এ সম্মেলনের ডাকে আজ সাড়া দিয়েছি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের যে রূপকল্প নিয়ে এসডিজি'র বৈশ্বিক এজেন্ডার যাত্রা, আমরা বিশ্বাস করি তার সাথে বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও অগ্রাভিমুখী রূপান্তর একই সূত্রে গাঁথা। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় কাউকে পেছনে রাখা যাবে না – এসডিজি'র এ বৈশ্বিক অভীষ্ট বাস্তবায়নে সারা বিশ্বেই আজ তরুণরা বহুমুখী আন্দোলনের মাধ্যমে সক্রিয়। বাংলাদেশের যুব সমাজ নিজেকে এ পরিবর্তনমুখী বৈশ্বিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে মনে করে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে এসডিজি'র পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই যুবশক্তির উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে, যুবশক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে, তাদের জন্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব সমাজ এবং আমরাই দেশের প্রধান শ্রমশক্তি, যারা ২০৩০ সালেও কর্মোপযোগী থাকবো এবং দেশের নেতৃত্ব দেবো। অথচ বর্তমানে দেশের মোট বেকার জনগোষ্ঠীর ৭৯ শতাংশই যুব সমাজের অন্তর্গত। মানসম্মত শিক্ষার অভাব এবং কর্মোপযোগী দক্ষতা গড়ার সুযোগ না থাকায় শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনছে না। নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তাও সুলভ নয়। দেশে

যুববান্ধব শাসন না থাকায় পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে আরও নাজুক। ফলে আমরা নিজেদের বিপন্ন বোধ করি, এবং নিমজ্জিত হই হাতাশায়। পরিণতিতে কেউ কেউ হয়ে পড়ে মাদকাসক্ত এবং অনেকেই জড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থায়। এভাবেই আমাদের অপার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গিয়ে প্রকারান্তরে আমরা দেশের বোঝা হয়ে পড়ি।

কিন্তু আমরা চাই দক্ষ, জ্ঞানবান ও সুনাগরিক হিসেবে এসডিজি'র অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ গড়ায় ও দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে। উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যুব সমাজের কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিতে হবে – আমাদের এ দৃঢ় উচ্চারণ আমরা নীতি-নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে আমাদের উপলব্ধি

- আমাদের জ্ঞান বলয় সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে দেশ, অঞ্চল ও বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। আমরা জানি, এটি হবে একটি চলমান প্রক্রিয়া।
- এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার, সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে যুব সমাজকে একযোগে কাজ করতে হবে।
- সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার প্রতিকার ও সমাধানের জন্য যুব সমাজকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে; কারও অপেক্ষায় না থেকে আমাদেরকে নিজেদের জায়গা নিজেদেরকেই তৈরি করে নিতে হবে।
- এসডিজি'র আলোকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে যুব সমাজকে মানবিক গুণাবলী ও নৈতিক মূল্যবোধে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে হবে।

যুব সমাজের মেধা ও শক্তির পূর্ণ বিকাশ করে বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করার জন্য এ সম্মেলন থেকে আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই:

১. এসডিজি অভীষ্টের সমস্ত লক্ষ্যের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য যুব সমাজসহ সকলের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

২. নীতিমালা, সরকারি বাজেট ও উন্নয়ন দর্শনে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং এর উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে:
   - ক. শিক্ষা যেন হয় কর্মমুখী, আর এ লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিকে রাখতে হবে সকল শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে।
   - খ. শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে করতে হবে আধুনিক ও পরিবর্তনশীল, অর্থনীতির চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
   - গ. শিক্ষার বহুমুখী ধারা পরিহার করে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

ঘ. শিক্ষকদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
ঙ. গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার গুণগত পার্থক্য রাখা যাবে না।
চ. শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

৩. রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় যুব সমাজের উদ্ভাবনী শক্তিকে বিকশিত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিটি জেলায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া অঞ্চলকে প্রাধিকার দিতে হবে।

৪. মেধার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান ও দক্ষতার নিরীখে পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ নিয়োগের ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন উন্নয়নের মূলধারা থেকে কেউ বাদ না যায়।

৫. যুব সমাজ যেন মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে একটি আলোকিত গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন হবে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনায় প্রণীত সংবিধানের আলোকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রয়োগ ও মৌলিক অধিকার চর্চার সুযোগ – বিশেষ করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সম্মিলিত হওয়ার অধিকার।

৬. নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং প্রণোদনা দিতে হবে। এ জন্য জাতীয় দক্ষতা বৃদ্ধি নীতিমালা ২০১১-তে যুব নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ধারাটি সংযুক্ত করতে হবে।

৭. পাহাড় ও সমতলের আদিবাসি এবং দলিত যুব সমাজের শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসুযোগ সৃষ্টির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৮. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করে যুব প্রতিবন্ধীদের বিশেষায়িত শিক্ষণের মাধ্যমে উপযোগী কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

৯. হাওর, চরাঞ্চল ও উপকূলের যুব সমাজের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকতে হবে।

১০. যুব উদ্যোক্তা তৈরি করতে যুব ব্যাংক প্রতিষ্ঠাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রেঃ
ক. বিশেষায়িত শিল্প এলাকায় যুব উদ্যোক্তাদের প্রাধিকার দিতে হবে।
খ. যুব উন্নয়ন দপ্তরের যুব ঋণের সর্বনিম্ন পরিমাণ হতে হবে দুই শতাংশ সুদে ৫০ লাখ টাকার বেশি।
গ. ব্যাংক ও সকল অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের ঋণ কার্যক্রমে যুব সমাজের জন্য বিশেষ স্কিমের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১১. যুব সমাজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ থাকতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা ২০১১-তে যুব সমাজের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও পদক্ষেপ থাকতে হবে এবং মানসিক স্বাস্থ্য নীতিমালা চূড়ান্ত করতে হবে।

১২. নিরাপদ সড়ক ও নিরাপদ যানবাহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইনি সংস্কার ও আইনের যথাযথ প্রয়োগসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. পরিবেশবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে এবং তার নিরীখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। যুব সমাজ পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে যেসব দাবিতে উচ্চকিত, তার নিরীখে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

১৪. যুববান্ধব শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে যুব সমাজের মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে:

ক. তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সকল পর্যায়ের রাজনীতি, স্থানীয় শাসন ও কমিউনিটি কার্যক্রমে যুব সমাজের কার্যকর অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

খ. রাষ্ট্রের সর্বস্তরে এসডিজি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত সব কমিটিতে যুব সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এসব কমিটিতে যুব সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

গ. উপজেলা উন্নয়ন কমিটিতে যুব সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. যুব পার্লামেন্ট গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যুব আইন ২০১৭ অনুসারে অবিলম্বে যুব কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

১৬. যুব উন্নয়ন দপ্তরের যুব নেতৃত্ব ফোরাম আরও সক্রিয় ও প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে এবং যুব উন্নয়ন দপ্তরের প্রশিক্ষণে এসডিজি সংশ্লিষ্ট বাধ্যতামূলক বিষয় থাকতে হবে।

১৭. জাতীয় বাজেট ও বিভিন্ন পরিকল্পনায় যুব সমাজের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

১৮. যুব সমাজের জনমিতিক উপযোগের (demographic dividend) সুযোগ যথার্থভাবে নেওয়ার লক্ষ্যে যুব সমাজের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য রাষ্ট্রকে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৯. তথ্য-প্রযুক্তির সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবহারকারী হিসেবে আমরা যুব সমাজ তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বাক্-স্বাধীনতার অধিকার সমুন্নত রাখার দাবি করছি। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার খর্বকারী সকল আইন প্রত্যাহার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত সকল আইনে আন্তর্জাতিক মানের অনুবর্তন নিশ্চিত করতে হবে।

২০. নারীদের প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, কার্যকর আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনসমূহের যুগোপযোগীকরণ, এবং এসব আইনের যথোপযুক্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

২১. যুব নারী ও পুরুষদের মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে মাদকের ছোবল থেকে যুব সমাজকে রক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাদক প্রতিরোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২২. যুব সমাজের উন্নয়ন ও সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত আইনসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাহিদার আলোকে এসব আইনের সংস্কার করতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: জাতীয় যুব নীতি ২০১৭, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ এবং এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২।

২৩. রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুব সমাজের অনৈতিক ও অপব্যবহার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

২৪. রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে যুব সমাজের অধিকার, উন্নয়ন ও দেশ গড়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম থাকতে হবে। সেগুলো কীভাবে এবং কত দিনের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময়নিয়ন্ত্রিত কর্মসূচি থাকতে হবে। এসবের নির্বাচনোত্তর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রত্যাশা একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, যেখানে থাকবে যুব সমাজের গুণাবলী প্রকাশ ও বিকাশের অবারিত সুযোগ এবং যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। আমরা রাষ্ট্র ও সমাজের সার্বিক সহায়তায় আমাদের মেধা ও শক্তিকে কাজে লাগাবো, যার ফলে বদলে যাবে বাংলাদেশ। আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক বিচারে উন্নত, বণ্টনের ন্যায্যতায় প্রাণিত এবং মানবিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ আমরা গড়বো – এ দৃঢ় প্রত্যয় আজকের এ সমাবেশ থেকে আমরা ঘোষণা করছি।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০-এর মূল লক্ষ্য হলো একটি রূপান্তরমুখী, ন্যায় ও অধিকারভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সার্বিক উন্নয়নের ভাগীদার হবে সর্বস্তরের জনগণ এবং যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। এ ধরনের একটি পরিবর্তন আনতে হলে প্রয়োজন হবে সমাজ, রাষ্ট্র, বেসরকারি উন্নয়ন ও ব্যক্তিখাত তথা সচেতন নাগরিক সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ। এই বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ*। সরকারের উদ্যোগী ভূমিকার পাশাপাশি এই নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং এসডিজি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আগামী দিনের নেতৃত্ব ও উন্নয়নের চাবি যুব সমাজের হাতে। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘে গৃহীত এসডিজিগুলো অর্জন করতে হলে, এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে আয়োজিত যুব সম্মেলন ২০১৮ – বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: (ক) গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় বসবাসরত যুবকদের মাঝে এসডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জ্ঞান বৃদ্ধি; (খ) জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কে যুব সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা তুলে ধরার জন্য একটি আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করা; এবং (গ) জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নীতি-বিষয়ক বিতর্ক ও আলোচনায় যুব এজেন্ডাকে প্রোথিত করা।

www.youthconf18.bdplatform4sdgs.net

ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২
ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs